রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্ব : একটি দার্শনিক বীক্ষা

সারাংশ

শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ আদর্শ জীবনের অধিকারী হয়। জীবন চলার পথে শিক্ষা যে অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি মানুষকেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় একথা সত্য। কিন্তু হটাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা কি? কিম্বা শিক্ষা বলতে ঠিক কি বোঝায়? তাহলে ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য সকল ব্যক্তি সমভাবে গ্রহণ করেন না। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত যে, আধুনিক চিন্তাবিদ্‌রা শিক্ষাতত্ত্বে নতুন ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন এবং আদর্শ জীবন গড়ে তোলার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি, শ্রী অরবিন্দ প্রত্যেকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কোনো স্থির গতানুগতিক নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। এঁদের মতে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ জীবন রচনা করা। সর্বোপরি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীন এবং সম্পর্কিত সত্তা।তাই যথার্থ শিক্ষা কখনই জীবন এবং যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

এক্ষেত্রে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বই মূল আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণমূর্তি প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা একজন ছাত্রের মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) দিকগুলির বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে হিংসাত্মক সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ বোধের শিক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন ছাত্রের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলেছেন। যে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অপরের কল্যাণের

কথা চিন্তা করবে, সমাজের প্রতিটি মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে, জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। তখন ব্যক্তি সত্তা তার 'অহং'কে ত্যাগ করে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে একজন ব্যক্তির ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উত্তরণের বিষয়টির বাস্তবায়ন কি আদৌ সম্ভব? বা হলেও তা কতটা সম্ভব? এছাড়া প্রায়গিক দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলে আরও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক কতটা প্রাসঙ্গিক? কিম্বা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কী একজন ব্যক্তির - আত্মোপলব্ধি (Self-Realization)-র দ্বারা জীবন তথা সমাজের মূল সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম? - প্রশ্নগুলি ওঠে এবং এক্ষেত্রে বলা যায়, রবীন্দ্রাশিক্ষাতত্ত্ব সমস্যাগুলির সমাধানের একটি সূত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষাকে বর্তমান সমাজে রূপ দিতে হলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একথা সত্য। সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে -- এটি একটি সমস্যা। আবার এই তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ক্রমশ যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, জীবনের মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে এটিও আরেকটি বৃহৎ সমস্যা। অর্থাৎ শিক্ষা আছে কিন্তু জীবনের কোন আদর্শ লক্ষ্য নেই - বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এই জন্যই কি আমরা শিক্ষিত হচ্ছি? কারণ এইপ্রকার শিক্ষা ভীষণভাবে জীবিকা কেন্দ্রিক। এই প্রকার যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ মানুষ কে উচ্চাকাঙ্খী করে তোলে। তাই এইপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিনিয়ত আমরা উচ্চাসনের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছি কোনো প্রকার সন্তোষজনক মূল্যবোধ ছাড়াই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছি, সমাজ তথা পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হচ্ছে এবং আদতে আমরা ভালো থাকছি না। আর এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এই প্রকার সমাজে মানিয়ে চলার জন্যই প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তুলছে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি শুধুই তাই? বোধ হয় না।

এখন এই সমস্যাটির সমাধান যদি খুঁজতে চাই তাহলে বলা যায়, বর্তমানে দেশজুড়ে শিক্ষা নিয়ে যে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা চলছে তাতে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন কিছু সমস্যার সমাধান

নিশ্চিতরূপে দেয়। তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয় এই শিক্ষাতত্ত্ব। তাই উক্ত সমস্যাটির ক্ষেত্রে আমার গবেষণার মূল প্রশ্নটি হল কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাতত্ত্বে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) দিকটির বিকাশ ঘটিয়ে একজন শিশু সাবলীলভাবে রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বের বোধের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে কিনা? সেটি দেখা। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কিছু ভাবনা যদি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত করা যায় তাহলে ক্ষতি কি? কারণ এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের যান্ত্রিকতাকে দূর করে, বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে সৃষ্টির স্বাদ পাইয়ে দিতে সক্ষম। এই প্রকার শিক্ষাতত্ত্বের মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা নিজেকে আবিষ্কারের পথ খুঁজে পাবে, সৃজনশীল হবে। যদিও সব সমস্যাগুলির সম্পূর্ণরূপে সমাধান নিশ্চিতরূপে সম্ভবপর নাও হতে পারে। তথাপি এইপ্রকার শিক্ষাদর্শনই আমাদের বিশেষরূপে কাম্য। কারণ প্রকৃত শিক্ষাই একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। যে নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করবে, জীবনে প্রতিটি মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবে। জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে সে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করবে। ব্যক্তিসত্তা অহংকে পরিত্যাগ করে পরম সত্তাতে মিলিত হয়ে সত্য (Truth) -কে উপলব্ধি করবে। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ছোট আমি বড় আমি-তে উত্তীর্ণ হয়ে সামঞ্জস্য (Harmoney) লাভ করবে।